আসুন ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ সম্পর্কে জানি

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ কী?

"ভাগওয়া" অর্থ গেরুয়া রং, যেটিকে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রতীক বলে মনে করা হয়। "ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ" তত্ত্ব অনুযায়ী উগ্র হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী পুরুষেরা মুসলিম মেয়েদের নানা প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে অথবা ইসলামে রেখে হিন্দু মুসলিম আন্তঃধর্মীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলিম মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করার একটি অভিনব কৌশল।

হিন্দুদের ব্যবহৃত একটি পরিভাষা হলো "লাভ জিহাদ"। যদিও হিন্দুরা লাভ জিহাদ বলতে যা বোঝায়, আদৌ তা সত্যি নয়। কেননা ইসলাম জোরপূর্বকভাবে কাউকে মুসলিম বানানো সমর্থন করে না। গুটি কয়েক অন্য ধর্মাবলী মেয়ে মুসলিম ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়। এটাকেই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা 'লাভ জিহাদ" নাম দিয়েছে। ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত নারী-পুরুষের যেকোনো সম্পর্ককেই হারাম মনে করে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা কথিত "লাভ জিহাদের" প্রতিশোধ হিসেবে নতুন একটি শব্দের অবতারণা করেছে। আর তা হলো ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ (Bhagwa love trap).

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপের উদ্দেশ্য

- মুসলিম মেয়েদের পবিত্রতা নষ্ট করা।
- পিতৃপরিচয়হীন একটা জারজ প্রজন্ম তৈরি করা।
- মুসলিম মেয়েদের যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা।
- চূড়ান্তপর্যায়ে ধর্মান্তরিত করা।
- গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কাঙ্ক্ষিত অখন্ড ভারত তৈরির পথকে সুগম করা।

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপের কৌশল

মুসলিম হিসেবে আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি কারও ওসিলায় যদি একজন মানুষও হেদায়াত পায়, তাহলে লোকটি যার ওসিলায় হেদায়াত পেয়েছে তার জন্য রয়েছে আখিরাতে অনেক সওয়াব। আখিরাতের এই অসাধারণ নিয়ামত, সওয়াব বা পুরস্কারের বিষয়টাকেই উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী। বানিয়েছে একটা ফাঁদ।

সরলমনা মুসলিম মা-বোনদের কাছে গিয়ে প্রথমে তারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলে একজন বোন নিজে খুব বেশি আমল ও ইবাদতকারী না হলেও, আখিরাতের বিষয়টি ভেবে তার সাথে আলাপ শুরু করে। ফলে তার (হিন্দু ব্যক্তি) সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় অথবা হিন্দু ব্যক্তিটি নাম পরিচয় গোপন করে মুসলিম পরিচয়ে তাদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়। পর্যায়ক্রমে তাদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে জোর করে অথবা ব্ল্যাকমেইল করে ধর্মান্তরিত করে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা যেভাবে মুসলিম মেয়েদেরকে তাদের ট্র্যাপে ফেলে

- ইসলাম ধর্ম আমার খুব ভালো লাগে।
- ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই।
- আমি মুসলিম হতে চাই।
- আমি আপনার ফ্রেন্ড হতে চাই, ইত্যাদি।
- কিছুদিন পর রেস্টুরেন্টে সাক্ষাৎ।
- অথব্য দামি দামি গিফট।
- প্রতিদিন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তা'লিম নেওয়া।
- বিয়ে করে মুসলিম হবে বলে রিলেশনে যাওয়া।
- অথবা, নিজের ধর্ম গোপন করে রিলেশন করা।
- সাক্ষাৎ করার কথা বলে বন্ধুরা মিলে গণধর্ষণ।
- গোপন ক্যামেরায় তা রেকর্ড।
- ব্ল্যাকমেইল করে বার বার ধর্ষণ।
- এরপর ব্ল্যাকমেইল করে ধর্মান্তরিতকরণ।
- ব্লাকম্যাজিক বা কালো জাদুর আশ্রয় নেওয়া।
- অবশেষে ভারতে পাচার করে বিক্রি।

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ সত্যি নাকি গুজব?

দৈনিক ইনকিলাব, ১২ মে ২০২৩ সালে প্রকাশিত একটি সংবাদের সারসংক্ষেপ মোসা. লিজা আক্তার, গাইবান্ধা জেলার ফুলঝুরি থানার পশ্চিম ডাকাতিয়ারচর এলাকার মোহাম্মদ আশ্রাফ আলী মুসুল্লীর মেয়ে, থাকেন গাজীপুর ভাড়া বাড়িতে। আর সেখানেই হাসি নামের এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। হাসি নানাভাবে ফুঁসলিয়ে গত ৮মে পাথরঘাটায় তাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে আসে লিজাকে। এরপর হাসি, তার মা রাঁধা রাণী ও ভাই নেপাল শীল বিভিন্ন রকম ভয়-ভীতি ও মারধর করে লিজাকে মৌখিকভাবে হিন্দু বানিয়ে পাথরঘাটা কেন্দ্রিয় মন্দিরে ভাই নেপালের সাথে জোরপূর্বক বিয়ে দেয়। পরে লিজাকে শাঁখা, সিদুর পরিয়ে কয়েকবার ধর্ষণ করে নেপাল। বিষয়টি জানাজানি হলে, পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করে। এটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। গভীর ষড়যন্ত্রের ছোট একটা নমুনামাত্র। এমন হাজারো ঘটনা জানা আছে যা নানা সময় বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির জন্য এখানেই থামতে হলো। আপনার আশেপাশে নজর রাখলে হয়তো আপনিও এমন ঘটনার প্রত্যক্ষ করতেও পারেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদের শিরোনাম

মুসলিম পরিচয়ে বিয়ের ৭ বছর পর জানা গেল স্বামী হিন্দু।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জুলাই ২০২০

মুসলিম পরিচয়ে বিয়ের পর প্রতারণা আইনজীবীর।
খবর সংযোগ, ১৭ এপ্রিল, ২০২৪

বিয়ের পর ভারতে পাচার, কিশোরীর ফেরার আকুতি।
দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা, ১১ আগস্ট ২০২২

মুসলিম সেজে ২০০ নারীর সর্বনাশ করেছে অনুপ পোদ্দার।
দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপের অন্যতম হাতিয়ার "মিডিয়া"

মিডিয়া একটি জাতির আয়না বা দর্পণ। পুরো জাতির নীতি-নৈতিকতা ওঠে আসে মিডিয়ার মাধ্যমে। তাই এ মিডিয়া ভালো মন্দ উভয় কাজেই ব্যবহার হতে পারে। আমরা দেখছি কিছু মিডিয়া আন্তঃধর্মীয় বিয়েকে ইতিবাচক হিসেবে উপস্থাপন করে ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপকে আমাদের সমাজে স্বাভাবিক করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন গান, নাটক, সিনেমা বিশেষ করে ভারতীয় নাটক, সিনেমাতে বিষয়টিতে স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করছে। সম্প্রতি দেশীয় একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলও এ ধরনের নাটক (Waiting for Love) উপস্থাপন করেছে। তাই কিছু। মিডিয়ার তথ্য সন্ত্রাসী এই কার্যক্রম দেশ ও জাতির ঈমান। এবং স্বাধীনতা বিরোধী বলে আমরা মনে করি।

উত্থিত একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপের জন্য উগ্রবাদী হিন্দুরা যেমন দায়ী, অনুরূপভাবে মুসলিম মেয়েটিও কী দায়ী নয়? এর উত্তর হলো-অবশ্যই মুসলিম মেয়েটি দায়ী। তবে এখানে মুসলিম মেয়েটিকে দায়ী করেই আপনি আপনার দায়িত্বকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কেননা মুসলিম মেয়েটি তাদের ষড়যন্ত্রের শিকার এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তাদের লক্ষ্যপূরণের জন্যই আপনার, আমার, আমাদের বোনকে টার্গেট করেছে। টার্গেট করেছে তাদের পবিত্রতাকে নষ্ট করার জন্য। ঈমান নষ্ট করে ধর্মান্তরিত করার জন্য। তাই ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপকে রুখে দিতে এবং আমাদের বোনদের রক্ষা করা ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। অনেকে এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভেবে হেসে-খেলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে, আজ আপনার এই হাসি-তামাশাই যেন কাল আপনার। জন্য দুঃখের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভাগওয়া লাভট্র্যাপকে অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার ভেবে এড়িয়ে যাবেন না। আজ যে ঘটনাটা অন্যের সাথে ঘটেছে কাল সেটা আপনার মেয়ে বা বোনের সঙ্গে ঘটলে বা আপনার বোন বা মেয়ে কোনো বিধর্মী ছেলের লালসার শিকার হলে কিংবা বিধর্মী ছেলের সাথে পালিয়ে গেলে কেমন লাগবে? তাই পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পুরো উম্মাহ একটি দেহের ন্যায়। এর এক অঙ্গ ব্যথা পেলে সারা শরীর তা অনুভব করে। তাই আপনার জন্যই আমাদের এই কান্না। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কারা টার্গেট?

- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মাদরাসাগামী মেয়েরা এদের প্রধান টার্গেট।
- স্বর্ণের দোকান, মিষ্টির দোকান, ফার্মেসী, গার্মেন্টস এবং কাপড়ের দোকানে গমনকারী নারীরা সাধারণত এদের লক্ষ্য।

আমার মেয়ে, বোন নিরাপদ তো?

আমার, আপনার বোন যাতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর ঘৃণ্য এ ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়, সেজন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে-

- দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- নাটক, সিনেমা দেখা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে বিকল্প বিনোদনের ব্যবস্থা করা।
- অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং ওঠতি বয়সের মেয়েদের হাতে মোবাইল না দেওয়া।
- সহশিক্ষার বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করা।
- পারিবারিক তা'লিমকে জোরদার করা।
- মেয়েদের খোঁজ খবর রাখা। কোথায় যাচ্ছে, কী করছে কার সাথে মিশছে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা।
- নতুন এ ফাঁদ সম্পর্কে তাদেরকে জানানো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য মানুষের মধ্যে শত্রুতায় অধিক কঠোর পাবে ইহুদি ও মুশরিকদের। সুরা মায়িদা। আয়াত-৮৬

হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু বানিও না। সুরা নিসা। আয়াত-১৪৪

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। সুরা মায়িদা। আয়াত-৫১

বি.দ্র. কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার জন্য রয়েছে আমাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

প্রচারপত্রটি নিজে পড়ুন, অন্যকে পড়তে দিন এবং কপি করে বিলি করুন

প্রচারে: সচেতন মুসলিম জাতি

সচেতন মুসলিম জাতি